দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAY 22 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

291

বেসরকারী স্কুল কলেজ মাদ্রাসার শিক্ষকরা আজ প্রতারিত অবহেলিত

–বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি প্রিন্সিপাল আলী আহমেদ, মহাসচিব প্রিন্সিপাল আবু সাঈদ বলেছেন, দীর্ঘদিন যাবত এদেশের বেসরকারী কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। বর্তমান সরকার প্রধান ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিলেন, আমি ক্ষমতায় গেলে শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ে আর কোনদিন রাস্তায় নামতে হবে না। কিন্তু দীর্ঘদিন হলো ক্ষমতায় এসেও তিনি শিক্ষকদের কাছে প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন নানা অজুহাতে। দেশের গোটা বেসরকারী শিক্ষক সমাজ এখন প্রতারিত এবং চরমভাবে অবহেলিত।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার প্রদত্ত নতুন পে-স্কেল, বাড়ীভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি সরকারী প্রতিষ্ঠানসহ অন্য সকলে পেলেও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০% বেতন এবং আনুপাতিক হারে বাড়ীভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের আদৌ মাথা ব্যথা নেই। অথচ এই ন্যায়সঙ্গত দাবীটি আমাদের দীর্ঘদিনের। বেসরকারী শিক্ষকদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীটুকু না মেনে সরকার শিক্ষক সমাজের প্রতি শুধু অবিচারই নয়, মর্যাদার ক্ষেত্রেও চরম কুঠারাঘাত এবং দেশের শিক্ষক সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করেছেন। এটা জাতির জন্য সুখকর হতে পারে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি বৃহত্তর খুলনা শাখা তাদের সাম্প্রতিক বর্ধিত সভায় এই ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায় না হওয়ায় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিষ্ক্রিয়তার জন্য গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং একটি মহাসম্মেলন আয়োজনের আহবান জানান।

প্রিন্সিপাল নেতৃবৃন্দ বলেন, দীর্ঘদিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগ না হওয়ায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এতে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। তারা বলেন, দেশের শিক্ষক সমাজ আজ 'নো পয়েন্ট অব রিটার্ন' এ পৌছে গেছে। ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব হলে ন্যায় দাবী আদায়ের সংগ্রামে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।